জিয়াউল হকের সাক্ষাৎকার

উপযুক্ত সময়ে সার্কে রাজনীতি আসবে

।। রাহিমুল হক ।।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক বলেছেন, সার্কে রাজনীতি আসবে। এব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। তবে এখন নয়। উপযুক্ত সময়ে।

জেনারেল জিয়া বলেন, সার্কে এখন দুটো বিষয়—রাজনীতি এবং দ্বিপক্ষীয় সমস্যা উত্থাপন নিষিদ্ধ। সার্কের জন্যে এগুলো 'টাবু'।

তাঁর সাক্ষাৎকার চেয়েছিলেন, এমন একদল সাংবাদিকের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গতকাল বঙ্গভবনে মিলিত হন। এক ঘন্টারও বেশী সময় ধরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। [illegible] প্রশ্নের ঘোরানো অনেক প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিয়ে তিনি বলেন—আমি সোজা চিন্তার মানুষ। সোজা কথা বলতে পছন্দ করি।

সাক্ষাতকার কালে জেনারেল জিয়ার পাশে ছিলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ও পররাষ্ট্র সচিব নিয়াজ এ নায়েক। তিনি অবশ্য প্রশ্নোত্তর কালে তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য নেন নি।

সাদা সার্জের শেরওয়ানী পরা প্রেসিডেন্ট জিয়া সাক্ষাৎদান কক্ষে এসে সাংবাদিকদের বলেন : প্রথমে আমি সার্ক সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা বললো। পরে প্রশ্নের উত্তর দেব।

তিনি বলেন, সার্ক গঠনের ধারণা ঢাকার। এবং ঢাকায় এর জন্ম হয়েছে। এই সংগঠনের নিজস্ব একটা চেতনা আছে। অতীত কিংবা বর্তমানের কোন আঞ্চলিক সহ-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

জিয়াউল হকের সাক্ষাৎকার

(১ম পৃঃ পর)

যোগিতার সংগঠনের সঙ্গে সার্ক চেতনার তুলনা করা যাবে না।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলেন, শীর্ষ সম্মেলন সফল করার জন্যে বাংলাদেশ যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি, আলোক সজ্জা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এসব চোখে পড়ে। এর বাইরেও বহু জিনিস আছে যা চোখে পড়ে না। সব কিছুর আয়োজন ছিল অতি উচ্চমানের। এতে সবার মনে দারুণ আস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর জেনারেল জিয়া প্রশ্ন আহবান করেন।

প্রশ্ন : রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া সহযোগিতার ক্ষেত্র কিভাবে প্রস্তুত হবে ?

জিয়া : ঠিক। রাজনীতি পরিহার করা যায় না। তবে স্থগিত রাখা যায়। আমরা স্থগিত রেখেছি। আমি নিশ্চিত উপযুক্ত সময়ে রাজনীতি সার্কে আসবে। 'আভি ইস মে কোই পলিটিক্স নেহী হ্যায়।' পলিটিক্স অভিজ্ঞ-পলিটিসিয়ানের নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে। আমাদের এই অঞ্চলে অভিজ্ঞ, জ্ঞানী-গুণী পলিটিসিয়ান আছেন। শ্রীলংকায় জয়বর্ধন আছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আছেন। নেপাল-ভুটানের রাজা আছেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ আছেন। এবং (মাথা নীচু করে) এই বিনীত সেবকও আছে। সবাই লার্নেড পলিটিসিয়ান। কথায় ও কর্মে আমি একজন আশাবাদী মানুষ। আগামী শীর্ষ সম্মেলন পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে সার্কে আমরা কিছু বাস্তব অগ্রগতি দেখতে চাই। এরপর সব কিছু হবে।

প্রশ্ন : সার্কে অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন কর্মসূচী নেয়া হয় নি। এর কি কারণ ?

জিয়া : সার্ক এখন একাদনের একটা শিশু। এটা গঠন করতে পাঁচ বছর লেগেছে। তৈরী হবার জন্যে আরো পাঁচ বছর সময় দিতে হবে। এখনই সার্কের কাছে বেশী আশা করা ঠিক হবে না। আমরা জিরগা, আমরা পঞ্চায়েত গঠন করেছি মাত্র। তবে গঠন করতে কোন অসুবিধা হয়নি।

প্রশ্ন : সার্কের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কর্মসূচী কেমন হওয়া উচিত ?

জিয়া : এমন হওয়া উচিত যাতে শিল্পে উন্নত ধনী দেশ আরো ধনী না হয়। গরীব দেশ আরো গরীব না হয়। আমি অর্থনীতিবিদ নই। তবে এক্সপার্টদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি। ভারতের রাজীব গান্ধীও এই একই ধারণা পোষণ করেন। আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিক ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির কথা উল্লেখ করলে জেনারেল জিয়া বলেন—এটাতো হবেই। ভারত গত ত্রিশ বছর ধরে শিল্পে উন্নত। বাংলাদেশের বয়স মাত্র ১৫ বছর। পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। তবুও প্রতিযোগিতায় ভারতের সঙ্গে পারে না। আসলে এটা প্রতিযোগিতার বিষয় নয়। আমাদের দেখতে হবে কে কার কাছ থেকে কতটুকু সহযোগিতা নিতে পারি।

প্রশ্ন : আপনি উদ্বোধনী অধিবেশনে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে পরস্পরের প্রতি শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেয়া বন্ধ করার আহবান জানিয়েছেন। এব্যাপারে আপনি কারো সঙ্গে আলোচনা করেছেন কিনা ?

জিয়া : আপনার প্রশ্নের সোজা উত্তর দিচ্ছি। রাজীব গান্ধীর সঙ্গে পারমাণবিক গবেষণা কিংবা এ সংক্রান্ত কোন আলোচনা ঢাকায় আমি করিনি।

প্রশ্ন : সার্কের বাইরে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় ...

প্রশ্ন : আপনাদের ঘরোয়া আলোচনায় কি আফগানিস্তান ও কম্পুচিয়ার ইস্যু এসেছিল ?

জিয়া : সার্কে এখন পলিটিক্স জিরো। নো, নো আফগানিস্তান, নো কম্পুচিয়া ইস্যু।

প্রশ্ন : গতকাল পাকিস্তান সীমান্তে আফগান-সোভিয়েট হামলা হয়েছে। আপনার মন্তব্য কি ?

জিয়া : একটা বৃদ্ধ সুপার পাওয়ার এধরনের হামলা চালিয়ে যাবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দেড় লক্ষ সৈন্য নিয়ে দেড় কোটি আফগান এবং যাদের ৫০ লক্ষ আবার পাকিস্তানে, একটা সুপার পাওয়ার তাদেরকে বশে আনতে পারছে না। এতে তো ক্ষোভ হবেই। তারা আমাদের আকাশ-সীমা লংঘন করছে। গ্রামের উপর বোমা ফেলছে। সীমান্ত চৌকিতে হামলা চালাচ্ছে। তবে কখনও জমিতে ঢোকেনি। আমরা ইচ্ছা করেই চুপ করে আছি। পাল্টা আঘাত হানলে আফগান জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমি মনে করি এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হওয়া উচিত। সোভিয়েট ইউনিয়নও বুঝতে পেরেছে, সামরিক শক্তিবলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। ১৯৮২ সাল থেকে আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের পাঁচবার পরোক্ষ আলোচনা হয়েছে। ষষ্ঠ আলোচনা শুরু হবে ১৬ই ডিসেম্বর জেনেভায়। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূতের উদ্যোগে।

প্রশ্ন : বার বার আঘাত খেতে খেতে কখনও কি আপনার ধৈর্য-চ্যুতি ঘটতে পারে না ?

জিয়া : আমি আশাবাদী মানুষ। আমার অসীম ধৈর্য আছে। বাষট্টি বছর বয়সের এই জীবনে দু'একটি ঘটনা ছাড়া কখনও আমি ধৈর্য হারাইনি।

প্রশ্ন : সোভিয়েট অথবা আফগান মার্কিং করা ভারতীয় জঙ্গী বিমান পাকিস্তানের কাহুটা (পারমাণবিক) প্লান্ট আক্রমণ করতে পারে ; আপনার এমন কোন আশংকা আছে।

জিয়া : না, ভারত আক্রমণ করবে না। এমন কিছু ঘটলে তা আগ্রাসন হবে। আমরা ভারতকে সুপ্রতিবেশী মনে করি।

প্রশ্ন : ক'দিন আগে একটি পত্রিকার কাছে আপনি ভারতের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে মন্তব্য করুন।

জিয়া : তখন—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে জাতীয় স্বার্থ তুলে ধরেছি। আজ কথা বলছি সার্কের পর। সার্ক আমাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সম্পর্কের বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি করেছে। গত শনিবার আমি রাজীবের সঙ্গে দেখা করেছি। গত এক বছরে আমাদের পাঁচবার দেখা হয়েছে। কোন সিরিয়াস আলোচনা আমরা করিনি। রাজীব আমাকে ভাল চা খাইয়েছেন। সার্ডিন পারফিউম উপহার দিয়েছেন। রাজীব এই পারফিউম পছন্দ করেন। আমিও করি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানীদের ফেরত নেয়ার ব্যাপারে আপনি কি কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

জিয়া : মানবিক কারণে আমরা 'বিহারীদের' ফেরত নিতে চাই। রাবিতাত-আল-আলম-আল ইসলাম-এর সাহায্য আমরা চেয়েছি। ইতিমধ্যে পাকিস্তান সরকারী এবং আইনগত দায়িত্ব শেষ করেছে। কিছু সহযোগিতার প্রয়োজন আছে বাংলাদেশেরও সহযোগিতা করতে হবে। জোহরের নামাজের পর বিহারী প্রতিনিধিদল আমার সঙ্গে দেখা করবে। ওরা ১৫ বছর অপেক্ষা করেছে। আর কিছু সময় কেন অপেক্ষা করতে পারবে না ?